Script for Vigyan Prasar Radio Serial

Segment No.4 Natural Resource Management

Episode No. 29

Written by Dr. Sima Mukhopadhyay

From Science Communicators Fourm

প্রফেসর সামন্তের ঘরে পরবর্তী অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আলোচনা

(দরজা টানার আওয়াজ)

সৈকত ও পলাশ : আসছি স্যার।

প্র.সা. : এসো। এসো। বোস সৈকত পলাশ। আর তোমার নামটা যেন কী?

পৌলমী : পৌলমী।

প্র.সা. : হ্যাঁ মনে পড়েছে। তুমিইতো সেই স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুন্দর গাছপালা, গাড়ি, বহুতল বাড়ি, কাঠুরে এই সব নিয়ে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান করিয়েছিলে।

পৌলমী : হ্যাঁ সার আমি ঠিক করাইনি। আমি স্কুলটার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।

প্র.সা. : সে যাই হোক। ছোটরা খুব সুন্দর অনুষ্ঠান করেছিলো সেদিন। আচ্ছা এবারে আসল কথায় আসা যাক, যে কারণে তোমাদের ডেকেছি আজ এখানে।

সৈকত : হ্যাঁ স্যার বলুন আপনি কী ভাবছেন। সেদিনকার অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায় কী হতে পারে।

প্র.সা. : না না তোমাদেরকেই ভাবতে হবে তোমরা কী করতে চাও, আমি কেবল কিছু suggestion দেব। তোমাদের HOD সঙ্গে এব্যাপারে dtails-এ আলোচনা হয়েছে। উনি তোমাদের উপর খুবই আশান্বিত। ঠিকমত পরিকল্পনা করে কাজটা করতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের Annual Report-এ student performance-এ এটা দেওয়া হবে। আর যারা এই programme-এ সক্রিয় ভূমিকা নেবে programme অনুযায়ী তাদের সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে।

পলাশ : স্যার আপনি একটু ধরিয়ে দিন, আমরা ঠিক programme নামিয়ে দেব।

প্র.সা. : গতবার তো তোমরা নিজেরাই খুব সুন্দর programme করেছিলে। এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে না করে কয়েকটা স্কুল-কলেজ বেছে নিয়ে programme একটু ছড়িয়ে দিতে পারলে মনে হয় ভালো হবে। পৌলমী তোমার পরিচিত স্কুল দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। তুমি ওদের সাথে যোগাযোগ কর।

পৌলমী : ঠিক আছে স্যার। মনে হয় না অসুবিধা হবে।

সৈকত : স্যার আগের বারতো আমরা মূলত বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে অনুষ্ঠান করেছিলাম। এবার এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের কী করার আছে সেই ব্যাপারটার উপরে জোর দিলে মনে হয় ভালো হবে।

প্র.সা. : হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক সম্পদ কে যথেচ্ছ ব্যবহার করে আমরা প্রকৃতির ভান্ডার নি:শেষ করে ফেলছি নানাভাবে। ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা ভাবছি না। মাটির তলা থেকে কয়লা, খনিজ তেল সমানেই তুলে ফেলা হচ্ছে। এই সব জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে চলছে কলকারখানা, রকমারি যানবাহন। তৈরি হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস। পৃথিবী উঠছে তেতে।

সৈকত : হ্যাঁ স্যার এত রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি সবই তো হচ্ছে বন জঙ্গল কেটে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে। অথচ গ্লোবাল ওয়ার্মি বন্ধ করতে বনজঙ্গলই তো মুখ্য ভূমিকা নেয়।

প্র.সা. : একদম ঠিক কথাটা বলেছ। গাছপালারাই বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডে ভরা বিষ বাতাস শুষে নিয়ে খাবার তৈরি করে আর পৃথিবীর বাতাস কলুষ মুক্ত হয়। তবে একটা কথা ভেবে দেখ বর্তমান যুগে বাস করে সেই আগেকার দিনে কি ফিরে যাওয়া যাবে? পারবে বিদ্যুৎ ছাড়া দিন কাটাতে? কি চুপ করে আছ কেন?

পলাশ : স্যার আপনি এমন একটা জায়গায় আমাদের নিয়ে ফেললেন ... মানে - সত্যি ... ভাবতেই পারছি না হাত পাখা হাতে আর স্রেফ সূর্যের আলোয় দিন কাটানো ... উহঁ ... এমনটা ভাবতেই পারছি না।

প্র.সা. : দেখ সেই জন্যই বিশেষজ্ঞরা বলছেন sustainable development এর কথা।

পৌলমী : Sustain করা মানে তো ধরে রাখা। তার মানে স্যার sustainable development বলতে বোঝাচ্ছে উন্নতিটা কে ধরে রাখা। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

প্র.সা. : দেখ sustainable development কথাটার অনুবাদ করতে টেঁকসই কথাটা এসেছে। টেঁকসই আটপৌরে কথা। আর একটু সাজিয়ে গুছিয়ে বললে বলা যেতে পারে সুস্থায়ী উন্নয়ন।

পলাশ : স্যার ব্যাপারটা আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না।

প্র.সা: : একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, তাহলে ব্যাপারটা সহজ হবে। মাটির তলা থেকে কয়লা তুলে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে, বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। এভাবে চলতে থাকলে একদিন কয়লা শেষ হয়ে যাবে। তখন বিদ্যুৎ তৈরি বন্ধ। এখন অবধি পৃথিবীর ভান্ডারে যে কয়লা মজুত আছে তাতে বেশ কিছুদিন চলে যাবে। কিন্তু তারপর কী হবে? আমরা কি ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা ভাববো না? যদি সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায় তাহলে ফুরিয়ে যাওয়ার কোন ব্যাপার নেই। সূর্যের আলো অফুরন্ত। সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা সুস্থায়ী উন্নয়নের একটা প্রচেষ্টা।

পৌলমী : বা: স্যার এভাবে কখনও ভাবিনি তো! সত্যিই তো আমরা তো এখন আর প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে পারবোনা। অথচ ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা না ভেবে পৃথিবীর ভান্ডার শূণ্য করে দেয়াটাও তো কোন কাজের কথা নয়।

প্র.সা: : হ্যাঁ এই রকম আরো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে sustainable development- এর, যেমন ধর কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, ট্রাকটর, মাটির তলা থেকে জল টেনে তুলতে পাম্প, পাওয়ার টিলার, থ্রেসার, ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করতে প্রয়োজন জ্বালানি শক্তির। এই শক্তি আসে প্রধানত ভূগর্ভজাত তেল ও কয়লা পুড়িয়ে। যাকে আমরা বলে থাকি জীবাশ্ম জ্বালানি। খনিজ তেল ও কয়লার ভান্ডার অফুরন্ত নয়। তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত কৃষিতেও ভবিষ্যতে দেখা দেবে বিপর্যয়। জৈব পদ্ধতি কৃষিকাজ করলে জলের খরচ কম। জমির উর্বরতা দিন দিন বাড়ে। পৃথিবীর মজুত ভান্ডারে হাত পড়ে না। তাই জৈব পদ্ধতিতে চাষ করাকে বলা হচ্ছে Sustainable Agriculture বা স্থিতীশীল কৃষি। এটাও এক ধরনের উন্নয়ন।

সৈকত : হ্যাঁ সার আজকাল খবরের কাগজ খুললেই প্রায়শই কৃষকের আত্মহত্যার কথা, পাওয়া যায়।

প্র.সা. : হবেই তো। করাণ জমিতে ফসল ফলাতে দারুণ খরচ বেড়ে গিয়েছে। জমির উর্বরতা দিন দিন কমে যাচ্ছে রাসায়নিক সার আর কীটনাশক ব্যবহার করার জন্য। তাই জমির ফলনও কমে যাচ্ছে। তার সঙ্গে মাটির জল স্তর ক্রমশ: নীচে নেমে যাচ্ছে। তাই পাম্প দিয়ে জল তুলতেও সমস্যা।

পৌলমী : তাছাড়া Global Warming-এর জন্য খরা ও বন্যার আশংকাও তো বেড়ে গিয়েছে।

প্র.সা. : তাই কৃষক টাকা খরচ করেও ঘরে ফসল তুলতে পারছে না। দেনার দায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। আসলে দরকার সুস্থায়ী উন্নয়ন। দেখ বর্ষার সময় বৃষ্টির জল ধরে রেখে সেই জলে পরে চাষ করা যায়। বায়ো গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ, জৈব সার দুটোই পাওয়া যায়। এই ভাবে ভাবতে হবে।

(দরজায় টোকা মারার আওয়াজ)

প্র.সা. : আরে এসো এসো। অনেক আলোচনা হয়েছে। এবার তোমরা সব চা বিস্কুট খাও।

(চা বিস্কুট খাওয়ার শব্দ)

সৈকত : স্যার এবারে তাহলে Programme-এর ব্যাপারটাতে আসা যাক।

প্র.সা. : ঠিক বলেছ Programme নিয়ে আলোচনাটা সেরে ফেলা যাক। school level-এর programme দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। একটা রচনা লেখার প্রতিযোগিতা রাখ।

পৌলমী : খুব ভালো হয় স্যার। নির্বাচিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রচনা লেখার জন্য থাকবে পুরষ্কার।

পলাশ : এর সাথে পরিবেশের উপর বসে আঁকো প্রতিযোগিতা করলে কেমন হয়?

প্র.সা. : বা: খুব ভালো বলেছ। তাহলে ছোটরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে। রচনা লেখার প্রতিযোগিতা করতে হবে বড় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য।

সৈকত : যে দিন এই প্রতিযোগিতার প্রাইজ দেওয়া হবে সেদিনই আমাদের অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

প্র.সা. : হ্যাঁ সেদিনই তিনচারটে স্কুলের participant দের ডেকে অনুষ্ঠান করতে হবে।

পলাশ : রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় কী হবে?

পৌলমী : বিশ্ব উষ্ণায়নের মোকাবিলায় করণীয় কাজ।

সৈকত : বড্ড বড়ো হয়ে গেল। আর একটু ভেবে দেখ্।

প্র.সা. : আচ্ছা বিকল্পের সন্ধানে – এটা কেমন লাগছে তোমাদের?

পৌলমী : বা: এটা খুব ভালো।

সৈকত : তবে স্যার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কি লিখতে পারবে?

প্র.সা. : নিশ্চই পারবে। ছোটদের মোটেই under estimate কোর না। বিড়লা ইন্ডস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম স্কুলের ছেলেমেয়েদের মডেল তৈরির প্রতিযোগিতায় আমি judge হিসাবে থাকি। ওরা

কী সুন্দর সব মডেল তৈরি করে বিকল্পশক্তি, বিশ্বউষ্ণায়ন, জৈব চাষের উপর। কোন দল হয়তো বানাল solar village। আমার একটা মডেল এর কথা মনে আছে একটা জল ভরা চৌবাচ্চায় দুটো ডুবগাড়ির সাহায্যে কী ভাবে বিদ্যুৎ তৈরি হবে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে দেখিয়েছিলো class-VIII-এর একটি ছাত্র।

পৌলমী : আচ্ছা পরিবেশ নিয়ে ক্যুইজ করলে কেমন হয়?

সৈকত : বা: দারুণ বলেছিস। রচনা লেখা আর বসে আঁকো প্রতিযোগিতা যদি আগে করে নেওয়া যায়, তাহলে সেদিন কেবল প্রাইজ দেওয়া হবে। ওই দিন তিন চারটে স্কুল কে ডেকে ক্যুইজের আসর বসানো যায়। ব্যাপারটা মন্দ হবে না।

প্র.সা. : অতি উত্তম প্রস্তাব। আমার suggestion তাহলে sustainable development-এর উপর ডিবেট রাখো বড়দের জন্য আর ছোটদের জন্য রাখো Environment-এর উপর ক্যুইজ।

সৈকত : ঠিক আছে স্যার। আমরা তাহলে সেই ভাবেই এগোচ্ছি। তবে এতগুলো programme ঠিক ঠিক মত করতে আরো কিছু বন্ধুবান্ধবদের involved করতে হবে মনে হচ্ছে।

প্র.সা. : তোমাদের তো আগেই বলেছি যারা এই programme-এর সঙ্গে যুক্ত হবে তারা Certificate পাবে University থেকে। আজকাল চাকরির interview তে শুধুমাত্র ডিগ্রী ছাড়াও extra curricular activity উপর বেশ জোর দেওয়া হয়। শুধু পড়াশুনোয় ভালো result হলেই হবে না, খেলাধূলো, social service ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর উপরও weightage থাকে।

সৈকত : হ্যাঁ স্যার আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি এ ব্যাপারটা দেখছি আপনার সুবিধামত দিনে আমরা আবার programme টা নিয়ে বসবো।

প্র.সা. : ঠিক আছে। পৌলমী তুমি স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ কর। তোমরা বাকি কাজ সামলাও। আজকের আলোচনা তাহলে এখানেই শেষ।

দৃশ্য - ২

মূল অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগের প্রস্তুতি পর্ব

পলাশ : রচনা প্রতিযোগিতায় ভালোই সাড়া পাওয়া গিয়েছে। কি বলিস্ সৈকত।

সৈকত : অবশ্যই। বিষয়টা মোটেই সহজ নয়। অনেকে বই আর নেট ঘেটে লাইন বাই লাইন তুলে দিয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ কী সুন্দর সহজ করে লিখেছে।

জনৈকছাত্র : দু একটা লেখা একটু পড়ে শোনা না। Judge দের আসতে এখনও বেশ খানিকক্ষণ দেরী আছে। আর এই programme-এ যখন include করেছিস আমাদেরও তো ব্যাপারটা একটু জেনে বুঝে নিতে হবে।

সৈকত : নেশ্চই। নিশ্চই। আচ্ছা এই লেখাটা পড়ছি একটু বাদ দিয়ে দিয়, পুরোটা পড়তে অনেকটা সময় লেগে যাবে। লিখেছে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। নাম সহেলি গায়েন। আমার তো লেখাটা খুবই ভালো লেগেছে ....

... পৃথিবী তেতে উঠছে। কারণ বিশ্বায়ণ। বন জঙ্গল কেটে হচ্ছে নগরায়ণ। বাড়ছে লোক, বাড়ছে জনগণ। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চাহিদা, জোগাতে মানুষের মন। তাই বেড়েই চলেছে শিল্পায়ণ।

শিল্প বাড়াতে চাই শক্তি। আছে নানান ধরনের শক্তি। তাপ শক্তি, বায়ু শক্তি, জল শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, সৌর শক্তি, আরও কত শক্তি। কয়লা পুড়িয়ে পাই তাপ শক্তি, তাপ শক্তি দেবে বাষ্প শক্তি। বাষ্প শক্তির বলে ঘুরবে টারবাইন, চলবে জেনারেটর। তৈরি হবে বিদ্যুৎ। চলবে নানা রকম কল-কারখানা, জ্বলবে আলো। চলবে পাখা।

... ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার একটু বাদ দিয়ে পড়ছি ...

... তাই আমাদের অবশ্যই চাই বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ পেতে প্রয়োজন অফুরন্ত জ্বালানির। কয়লা কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি। এটা পেতে খুঁজতে হবে নানান দেশের মাটির তলার খনি। কোটি কোটি বছ আগে গাছ ও অন্যান্য জীব চাপা পড়েছিল। খনিজ তেল, গ্যাস ও কয়লা তা থেকে তৈরি হল। জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে আর নেই। কয়লা ফুরলে বিপদ তাই।

... দেখছিস্ কত অল্প কথায় ব্যাপারটা লিখেছে। আবার মাঝখান থেকে পড়ছি ...

... কার্বন ডাই অক্সাইড হল গ্রীন হাউস গ্যাসের অন্যতম মূল শরিক। অথবা বলা যায় বিশ্বউষ্ণায়নের অন্যতম মালিক। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়বে যত, পৃথিবী তেতে উঠবে তত। পৃথিবীকে বাঁচাতে তাই, কৃচ্ছসাধন ছাড়া উপায় নাই।

... এরপরে একেবারে শেষ পর্যায়ে ...

... সূর্যের শক্তির নেই কোন বিকল্প। দূষণ মোটেই নেই সামান্য বা অল্প। সোলার প্যানেলে আলো পাখা জ্বলবে। চাইলে কম্পিউটার বা টিভিও চলবে। প্রয়োজনে গাড়ি বা রিক্সাও চলবে। সোলার গাড়ি, সোলার রিক্সা হয়েছে এখন ফ্যাসন। দিনে দিনে ডিজেল পেট্রোল বাদ দিয়ে এতেই চড়বে লোকজন। বিদেশে সোলার ট্রেন চলছে কোথাও কোথাও। দিন আসবে সোলার ট্রেনে চড়ব আমরাও। পৃথিবী দূষণ মুক্ত হবে। বিশ্বউষ্ণায়ন ধীরে ধীরে কমবে। পৃথিবী বিপদমুক্ত হবে। আগামী শিশুদের মুখে হাসি ফুটবে।

জনৈক ছাত্র : বা: স্কুলের ছাত্রী এত সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট বাক্য দিয়ে পুরো ব্যাপারটা সুন্দর করে বুঝিয়েছে। ছন্দ মিলিয়ে লিখেছে বলে শুনতে আরো ভালো লাগছে।

আরেকজন : দারুণ ট্যালেন্ট।

সৈকত : আরো বেশ কয়েকটা ভালো লেখা এসেছে কিন্তু এখন সময় নেই পরে পড়ে শোনাতে পারি। এবারে কাজের কথায় আসি। পৌলমী সেদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ক্যুইজ আর ডিবেটের জন্য যে স্কুল থেকে আসার কথা সব ঠিক আছে তো?

পৌলমী : একদম পাক্কা।

সৈকত : পৌলমীর সামনেই বলছি, এই রচনা প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো বা সেইদিনের অনুষ্ঠানে ক্যুইজ আর ডিবেট-এ অংশগ্রহণের ব্যাপারে যোগযোগ করার ব্যাপার সবটাই পৌলমী সামলাচ্ছে।

(সকলে হাততালি)

পৌলমী : না-না আমি মানে স্কুলের দিদিমণিরাই দারুণভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি কেবল যেগাযোগগুলো করেছি। এ ব্যাপারে আমার দিদি খুব help করেছে, ওর সঙ্গে বিভিন্ন স্কুলের networking খুব ভালো বলে অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা smoothly করে ফেলা গিয়েছে।

সৈকত : পলাশ, ক্যুইজ আর ডিবেটে সেদিন কী হবে সব রেডি আছে তো?

পলাশ : আমরা কয়েকজন মিলে পুরো ব্যাপারটা একদম সাজিয়ে ফেলেছি।

সৈকত : আচ্ছা এবারে বলি প্রফেসর সামন্ত জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানের দিন উনি থাকতে পারবেন না। ওনার করা ১৫ মিনিটের ডিভিডি পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রথম ভাগে আছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, মাঝে রয়েছে সাসটেনেবেল ডেভেলপমেন্ট এবং শেষে রয়েছে আমাদের কী করার আছে।

পলাশ : Judge দের আসতে এখনওতো একটু দেরী আছে। শেষের part টা একটু চালিয়ে দেনা। পাঁচ মিনিটের তো ব্যাপার।

সৈকত : না, না, পরে পুরোটা একসঙ্গে দেখিস সকলে মিলে।

জনৈক : আরে চালিয়ে দেনা ভাই। বার বার দেখলে ব্যাপারটা মনে রাখতে সুবিধা হবে। আমাদের তো এসব ব্যাপারে জানা বোঝা কম আছে।

সকলে : হ্যাঁ ও ঠিক বলেছে। চালিয়ে দে। চালিয়ে দে।

সৈকত : ঠিক আছে তোরা সকলে বলছিস্ যখন চালিয়ে দিচ্ছি। তবে স্যারেরা এসে পড়লে কিন্তু মাঝ পথেই বন্ধ করে দেব।

জনৈক : ঠিক আছে বেশি পেঁয়াজি না করে চালিয়ে দে।

(ভিডিও চালানোর আওয়াজ)

আমাদের কী করার আছে।

বিশ্বউষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য অনেকটাই দায়ী বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড। মূলত জ্বালানি দহনে তৈরি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড। কারখানার ধোঁয়া, গাড়ির ধোঁয়া, কয়লা পোড়ানো, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন সবেতেই পাওয়া যায় এর অস্তিত্ব। এছাড়াও আছে মিথেন, বিভিন্ন ক্লোরোফ্লুরো কার্বন। এই সব গ্যাস কেন তৈরি হয় তার পিছনে রয়েছে অন্য কারণ। রাসায়নিক নির্ভর চাষ, দুধ মাংসের জন্য পোষা গবাদি পশুর মল-মূত্র-বায়ু ত্যাগ, আবর্জনা পচে তৈরি হয় মিথেন। রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশন মেশিন, ফোম ও এরোসোল ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন ক্লোরোফ্লুরো কার্বন। এইসব নানান ধরনের গ্যাস মিলে তৈরি হয় গ্রীণ হাউস গ্যাসের আস্তরণ। সূর্যরশ্মির তাপকে এরাই আটকায় বার বার। বিশ্বউষ্ণয়ানের ধকল থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে। ঘরে ঘরে এগিয়ে আসতে হবে বিদ্যুৎ বাঁচানোর কাজে। কারণ আমাদের দেশের সিংহভাগ বিদ্যুৎ তৈরি হয় কয়লা পুড়িয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। তাই ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারলে পরোক্ষভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন কমবে। পৃথিবী বিশ্বউষ্ণায়নের হাত থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাবে।

তাহলে কী কী করতে পারি

- দরকার না হলে অকারণে লাইট/পাখার সুইচ বন্ধ রাখা।
- টিভি দেখা হয়ে গেলে বা কম্পিউটারের কাজ বা গেমস খেলা হয়ে গেলে স্ট্যান্ড বাই Mode-এ না রেখে সুইচ বন্ধ করে প্লাগ খুলে রাখা দরকার।
- বাড়িতে আলো জ্বালতে ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্প (সি.এফ.এল.) বা এল.ই.ডি. ল্যাম্প ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ খরচ কিছুটা কমবে।
- কাছ্কাছি যাতায়াতে গাড়ি বা অটো না করে সাইকেল, সাইকেল রিক্সা বা হেঁটে যাতায়াত করতে পারলে ভালো।
- এ সি, ওয়াশিং মেশিন, হিটার, গিজার ইত্যাদি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করতে পারলে ভালো।
- অতিরিক্ত প্যাকেজিং ওয়ালা জিনিস না কেনাই ভালো।

- কাগজ তৈরি করতে গাছের প্রয়োজন। তাই কাগজ নষ্ট করা কোমতেই চলবে না।
- সোলার কুকার, সোলার আলো, সোলার হিটার ব্যবহার পৃথিবীকে দূষণ মুক্ত করতে সাহায্য করবে।
- স্থানীয় এলাকার শাক-সবজি মাছ-ডিম খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। তাহলে যানবাহন জনিত দূষণ রোধ হবে।
- বাড়ির চারপাশে, ছাদে, ব্যালকনিতে, বারান্দায়, উঠোনে গাছ লাগাতে হবে। গাছই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে পরিবেশ দূষণ রোধ করে।

পৌলমী : সত্যিই এর অনেকগুলোই আমরা জানি এবং কিছু কিছু করি, তবে জেনে বুঝে করি না।

পলাশ : আমি তো রোজ রাতে মোবাইল চার্জে দিই আর দুপুরে ক্লাসে আসার সময় খুলে নিয়ে আসি। না: এই অভ্যাসটা বদলাতে হবে দেখছি।

সৈকত : দাঁড়া দাঁড়া তোদের একটা জিনিস দেখাই। সেদিন net ঘাটতে গিয়ে পেয়েছি। ... এই দাঁড়া Note pad টা খুলি ... হ্যাঁ শোন ... হিসেব করে দেখা গেছে ১ কেজি কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হতে সময় লাগে 10 ওয়াটের বাল্বের 18 ঘণ্টা, 40 ওয়াটের বল্বের 46 ঘণ্টা, 1.5 টনের এ.সি. মেসিনের 1 ঘণ্টা, 1টি পাখার 30 ঘণ্টা, 165 লিটার ফ্রিজের 8 ঘণ্টা, রঙিন টিভির 15 ঘণ্টা, আর একটা সাধারণ টেপ রেকর্ডারের 92 ঘণ্টা। তাহলে দেখ রাস্তা ঘাটের যানবাহন, কলকারখানার কথা বাদ দিলেও বাড়িতে বসেই কী পিরমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করছি আমরা।

পৌলমী : বিদ্যুৎ বাঁচাতে আমাদের সকলকে শার্লক হোমস হতে হবে দেখছি।

জনৈক : আরে সেদিন আমার মাসি এসেছিলো বিদেশ থেকে। আমাদের জন্য দারুণ চকলেট এনেছিলো। আমার পরিষ্কার মনে আছে আটটা মোড়ক খোলার পর সেই চকলেট মুখে চালান দিতে পারলাম। তার মানে ওই মোড়কগুলো তৈরি করার সময়ও তাহলে বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে।

সৈকত : হ্যাঁ ঠিকইতো অপ্রয়োজনে বাহারি মোড়ক মানেই শক্তির অপচয়।

পলাশ : আমরা অনেকেই তার মধ্যে মেয়েরা বেশি শপিং মলে গিয়ে জিনিস কিনি। সেখানে তো বিশাল ব্যাপার। বিদ্যুৎ ব্যবহারের রমরমা ব্যাপার। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে হরেক রকম জিনিসের পসরা সাজান থাকে।

পৌলমী : দেখ্ পলাশ ঠেস দিয়ে কথা বলিস না। কেনাকাটায় ছেলেরাও কিছু কম যায় না।

সৈকত : আরে চুপ চুপ স্যারেরা এসে গিয়েছেন। আসুন স্যার আসুন।

স্যার : তোমাদের এখানে কোন meeting হচ্ছে নাকি ?

সৈকত : না স্যার। এই programme এর ব্যাপারেই আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম।

স্যার : তা বেশ। তো আমরা এখানে বসেই কাজটা করব তো।

পলাশ : হ্যাঁ স্যার এখানেই হবে। দুটো টেবিলে কাজটা হবে।

সৈকত : সবাই হাত লাগা চেয়ারগুলো একটু অন্যরকম করে সাজিয়ে নেওয়া যাক।

(টেবিল চেয়ার সরানোর আওয়াজ)

দৃশ্য - ৩

(বাইরে থেকে HOD-র ঘরে ঢুকছে দুই বন্ধু)

জনৈক : আপনাদের দুজনকে স্যার এখনই ডাকতিছেন।

সৈকত : স্যার মানে HOD ?

জনৈক : হ্যাঁ। কিন্তু কেন ডাকতিছেন বলতি পারব না।

পলাশ : আবার কি ঝামেলা হল। চল সৈকত আগে HOD-র ঘর ঘুরে তারপর প্রফেসর সামন্তর কাছে যাবো।

সৈকত : আরে আরে ওই দ্যাখ্ পলাশ প্রফেসর সামন্ত HOD-র ঘরেই বসে। এতো দেখছি মেঘ না চাইতে জল।

পলাশ : যাক। নিশ্চিন্ত হলাম। উৎপটাং ঝামেলার কোন ব্যাপার নেই।

(দরজায় টোকা মারার শব্দ)

সৈকত ও পলাশ : আসব স্যার।

HOD : আরে এসো এসো সৈকত পলাশ। তোমরা তো কামাল করে দিয়েছ। আমি তো বেশ কয়েক জায়গা থেকে খবর পেলাম তোমরা স্কুলে দারুণ প্রোগ্রাম করেছো।

প্র.সা. : আমি তো সেদিন থাকতেই পারিনি, কিন্তু দেখ তোমরা কেমন সুন্দর করে অনুষ্ঠানটা করে ফেললে।

HOD : প্রফেসর সামন্ত তোমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমার যদিও একটু চিন্তা ছিল University-র বাইরে গিয়ে অনুষ্ঠান তোমরা ঠিকঠাক করতে পারবে কিনা।

পলাশ : আসলে স্যার আমাদের দুই সেকশনের কয়েকজন মিলে কাজটা করেছি।

HOD : আচ্ছা এবারে তোমাদের একটা সুখবর দিই। তোমাদের পুরো দলকে যারা এই কজের সঙ্গে যুক্ত ছিলে প্রফেসর সামন্ত তিনদিনের জন্য সাগর দ্বীপে ঘুরে আসার ব্যবস্থা করছেন।

পলাশ : আরেব্বাস। ফাটাফাটি ব্যাপার।

সৈকত : এতো দুর্দান্ত খবর স্যার।

HOD : শুধু বেড়ানো নয়, তার সঙ্গে কাজও করতে হবে।

পলাশ : স্যার আমরা কাজকে ভয় পাই না। যা বলবেন করে দেব।

প্র.সা. : হ্যাঁ আমার ওখানে পরিচিত NGO আছে। তারা প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে সুন্দর কাজ করছে সেল্ফহেল্প গ্রুপের মহিলাদের নিয়ে। তোমাদের ওখানে গিয়ে এই ধরনের programme করতে হবে। বেশ কিছু স্বনির্ভরদলকে ডেকে ওই NGO-র অফিসেই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হবে। এছাড়া পাশেই একটি স্কুল আছে সেখানে অনুষ্ঠান করতে হবে। ওই NGO ই তোমাদের খাওয়া থাকার সব ব্যবস্থা করবে এবং অনুষ্ঠানের সব ধরনের সাহায্য করবে।

সৈকত : স্যার আপনি যাবেন তো?

প্র.সা. : আমি এখুনি বলতে পারছিনা যেতে পারবো কিনা। তবে আমি গেলেও তোমরাই পুরো programme টা করবে। তোমরা তো power point presentation বানাতে জানো। তোমরাই ওখানে slide দেখিয়ে বক্তব্য রাখবে। অনেক সময় আছে। সেইভাবে নিজেদের তৈরি কর। আমি গেলে থাকবো দর্শকের ভূমিকায়।

HOD : দেখুন Dr. Samanta ওদের মুখ দুটো খুশিতে চক্‌চক্‌ করছে। তোমাদের সাথে আমারও যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পরীক্ষার ব্যাপারে কিছু কাজ রয়েছে। – ও: কবে যাওয়া হবে সেটাই তোমাদের বলা হয়নি। সামনের মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শনি, রবি মিলিয়ে তিনদিনের ছুটি রয়েছে ওই সময় যাওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।

প্র.সা. : তোমরা তাহলে এর মধ্যে প্রোগ্রামটা কী করতে চাও ঠিক করে এবং power point presentation রেডি করে আমার সঙ্গে একদিন বোস। পুরো ব্যাপারটা আলোচনা করে নেওয়া যাবে।

HOD : Immediately তোমাদের যেটা করতে হবে তা হল যারা যারা যাবে তাদের নাম ঠিকানা, ফোন নম্বর সহ আমার কাছে জমা দিতে হবে এবং কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ি থেকে আপত্তি নেই এই মর্মে চিঠি দিতে হবে।

পলাশ : ঠিক আছে স্যার আজই যারা এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তাদের জানিয়ে তালিকা তৈরি করে ফেলছি।

সৈকত : স্যার ওখানে তো সোলার পাওয়ারে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে।

প্র.সা. : হ্যাঁ সেসব দেখাতেই তো নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। জৈব কৃষির কাজও কয়েকটা এলাকায় চলছে। ওই NGO থেকেই সব ঘুরে ঘুরে তোমাদের দেখাবে। Sustainable development কথা শুধু মুখে বললে বা পড়লে হবে? নিজে চোখে দেখতে হবে না?

সৈকত : ব্যাপারটা দারুণ হবে।

HOD : ঠিক আছে তাহলে হৈ হৈ করে মাঠে নেমে পড়। বন্ধু বান্ধবদের জানিয়ে দাও, ও: বলতে ভুলে গেছি তোমরা স্কুলে যে programme টা করলে তার ছবি, কোন স্কুলে হোল, Judge করার জন্য কারা ছিলেন এই সব তথ্য দিয়ে একটা রিপোর্ট আমার email-এ পাঠিয়ে দাও। আর সাগর দ্বীপের programme এরও একটা Report ছবি সহ আমাকে দেবে পরে।

সৈকত : ঠিক আছে স্যার। আমরা তাহলে চলি।

পলাশ : দারুণ খবর। দারুণ খবর। চল চল চল উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল ...

* * *
**
*